**Indian Journal of Modern Research and Reviews**

**This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'***

**Online ISSN:**2584-184X

**Review Paper**

# ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্র ক্ষমতার তত্ত্ব

**সত্য বর***

আংশিক সময়ের শিক্ষক, ত্রিপুরাপুর হাই স্কুল, ফলতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

**Corresponding Author:** *সত্য বর

**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.15081889

**ABSTRACT**

ম্যাকিয়াভেলি হলেন আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তার জনক। তাঁর খ্যাতি রাষ্ট্র ক্ষমতার রূপকার হিসাবেও। ম্যাকয়াভেলি ফ্লোরেন্সের রাজ শাসক মেডিসির উদ্দেশ্যে তাঁর *The Prince* গ্রন্থে রাষ্ট্র ক্ষমতার ধারনা তুলে ধরেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার মূল বিষয় ছিল ক্ষমতা। একজন শাসক কিভাবে তার সম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখবেন , সম্রাজ্য পরিচালনার জন্য কোন কোন নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, সেই সমস্ত বিষয় তিনি তুলে ধরেছিলেন তাঁর *The Prince* গ্রন্থে। সমগ্র ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার জন্য তার রাষ্ট্রক্ষমতার ধারণার উপস্থাপন করা। ম্যাকিয়াভেলি প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে ইতালির ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছিলেন। কারণ তার সময়ের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে খন্ডিত ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য রাজতন্ত্রকেই তার অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। ম্যাকিয়াভেলির মতে, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেকোনো পথ অবলম্বন করা যেতে পারে, তা দোষের নয়। একজন শাসক নতুন ভূখণ্ড দখল করলে তার কাজ হবে সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণ করা। ফলে সমস্ত খোঁজখবর শাসকের দৃষ্টি গোচর হবে। রাজশাসনের ক্ষেত্রে শাসক কে নৈতিকতা বর্জন করতে হবে, কারণ প্রজারা স্বার্থপর, লোভী, কাপুরুষ। তাঁর মতে, প্রজাদের থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার জন্য এবং আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শাসক মানবিকতা ভুলে গিয়ে যে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারেন। শাসককে ম্যাকিয়াভেলি আত্মনির্ভর হতে বলেছেন. এবং তা সম্ভব নিজ গুণাবলী ও যোগ্যতার উপর। রাজ্যের সুরক্ষা ও স্থায়িত্বের জন্য শাসক কে সমগ্র পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সাম্রাজ্যের সুরক্ষার স্বার্থে ম্যাকিয়াভেলি প্রশাসকদের উপর অধিক নির্ভরতা না করার কথা বলেছেন। কারণ এই প্রশাসকেরাই রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে উৎখাত করে দিতে পারেন। এছাড়াও তিনি শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। একটি হলো আইন অন্যটি হলো সামরিক শক্তি। তাঁর মতে, সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেই রাষ্ট্রের মধ্যে ভালো আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে, এছাড়াও শাসককে হতে হবে সিংহ ও শৃগালের ন্যায় শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। ম্যাকিয়াভেলি শাসককে পরামর্শ দিয়েছেন যে, কোন প্রকারে প্রজাদের সম্পত্তি কেড়ে না নিতেকারণ সম্পত্তি হারানোর দুঃখ তারা ভুলতে পারে না। শাসক কে নারী সুলভ কোমলতা, হীনমন্যতা,চঞ্চল মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ শুনে শাসক নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার রাষ্ট্রক্ষমতার তত্ত্ব বহু পুরানো হলেও বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে তা খুবই প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ।

**Manuscript Info.**

- ✓ **ISSN No:** 2584-184X
- ✓ **Received:** 23-01-2025
- ✓ **Accepted:** 21-02-2025
- ✓ **Published:** 22-03-2025
- ✓ **MRR:3(3):**2025;11-14
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

**How To Cite**

সত্য বর. ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্র ক্ষমতার তত্ত্ব. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(3):11-14.

**KEYWORDS:** ম্যাকিয়াভেলি, রাষ্ট্র ক্ষমতা, রাষ্ট্র চিন্তা, প্রজা, ইতালি, ক্ষমতাশালী, চাতুরি, স্থায়িত্ব।

## INTRODUCTION

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক হিসেবে পরিচিত। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গঠিত। *দ্য প্রিন্স* গ্রন্থে তিনি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের জন্য শাসকের করণীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, একজন শাসকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ক্ষমতা দখল, তা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে কঠোর নীতির মাধ্যমে তার সাম্রাজ্যকে সংহত রাখা। ইতালির রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার পটভূমিতে ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে ওঠে। তিনি মনে করতেন, শাসককে নৈতিকতার সীমাবদ্ধতা পরিহার করে কৌশল ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রজারা স্বার্থপর ও লোভী, তাই তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করতে হলে ভয় ও শাস্তির আশ্রয় নিতে হবে। এছাড়াও, শাসকের উচিত নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী আইন ও সামরিক বাহিনী গঠন করা। ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক দর্শন আজও সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।



© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## METHODOLOGY

এই গবেষণায় গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে মূলত ম্যাকিয়াভেলির *The Prince* গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের পাঠ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রভাব ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে রেনেসাঁস যুগের ইতালির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্র চিন্তার বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। পাশাপাশি তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে তাঁর তত্ত্বকে অন্যান্য রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের ভাবনার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে ম্যাকিয়াভেলির লেখা গ্রন্থ এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের লেখা ব্যবহার করা হয়েছে। সমসাময়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তাঁর তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণের জন্য বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাটি ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রক্ষমতা বিষয়ক তত্ত্বের গভীর মূল্যায়ন করে দেখার চেষ্টা করেছে এবং এটি আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় কতটা প্রাসঙ্গিক, তা তুলে ধরেছে।

## DISCUSSION

ইউরোপের মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি একটি বিশিষ্ট নাম। ম্যাকিয়াভেলি ১৪৬৯ সালে ইতালির নগররাষ্ট্র ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফ্লোরেন্সে ডমিনিক সম্প্রদায়ের  স্যাভেনো রোলার শাসনের দীর্ঘ পনেরো (১৫) বছর গণতান্ত্রিক প্রশাসনের সাথে যুক্ত ছিলেন। স্যাভেনো রোলার শাসনে তিনি একজন কূটনীতিবিদ ও প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্যাভেনো রোলারকে উৎখাত করে ফ্লোরেন্সে পেরো-দা-মেডিসির শাসন শুরু হয়। পেরো দা মেডিসি গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে শুরু করেন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। ম্যাকিয়াভেলি প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার জন্য ফ্লোরেন্সের শাসনব্যবস্থাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন। ১৫১৩ সালে তাঁর রচিত বিখ্যাত The Prince গ্রন্থটি তিনি ফ্লোরেন্সের রাজ শাসক পেরো দা মেডিসিকে উৎসর্গ করেন। ম্যাকিয়াভেলী রচিত এই বইতে মূল আলোচ্য বিষয় হল রাষ্ট্র ক্ষমতার তত্ব। ১."কীভাবে এই ক্ষমতা দখল করা যায়, কেমন করে এই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা যায় এবং শাসকের কোন ভ্রান্ত নীতির পরিণামে এই ক্ষমতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়" এই বিষয়গুলি কেন্দ্র করে তিনি তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলেন. ম্যাকিয়াভেলি পশ্চিম রাষ্ট্রচিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে নতুনরূপে তুলে ধরেছিলেন । অ্যারিস্টটলের মতো রাষ্ট্রনীতির সাথে নৈতিকতাকে সংযুক্ত না করে তিনি রাষ্ট্রনীতি থেকে নৈতিকতাকে পৃথক করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা উপস্থাপিত করেছিলেন তার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রটি বাস্তব প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে । তিনি ইউরোপীয় তথা অন্যান্য দার্শনিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে তার তত্ব হাজির করেছেন। এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলী একটি বিখ্যাত উক্তি 2. " I shall depart from the methods of the other people"। The Prince গ্রন্থে ম্যাকিয়াভেলি রাজ শাসককে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপর আলোকপাত করতে বলেছেন। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে রাজ শাসককে ঐতিহাসিক চিন্তাধারার মধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তিদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে । শাসককে জানতে হবে তারা কিভাবে সফলতা পেয়েছে। এক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলি ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন । তিনি প্রাচীন রোমান ইতিহাস সম্পর্কে খুবই আশাবাদী ছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের আইন ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থা ও কূটনীতিক চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে ইতালি অগ্রসর হবে এই ছিল তা অভিলাষ অর্থাৎ তিনি মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা থেকে ইতালিকে পরিত্রান করতে চেয়ে ছিলেন তার রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস নির্ভরতার ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি হলো 3. "The prince should read histories and study. The actions of Illustrious men, to see how they have borne themselves in war, to examine the causes of their victories and defeat.....,and above all do as an Illustrious man did" ম্যাকিয়াভেলি ভেঙে পড়া ইতালিকে শক্তিশালী করার জন্য তার ক্ষমতার তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিল। এক্ষেত্রে রাজ শাসককে তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে বলেছিলেন ম্যাকিয়াভেলি রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয় শাসনব্যবস্থা তে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর সময়ে ইতালিতে সামগ্রিকভাবে শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা চালু করার পক্ষে ছিলেন। এইজন্য প্রজাতন্ত্রকে বর্জন করে তিনি স্বৈরাচারী রাজত্বকে সমর্থন করেছিলেন। মেকিয়াভেলির মতে, ৪. "ইতালিতে প্রজাতন্ত্র হলো- Out of Season" ম্যাকিয়াভেলি রাজ শাসককে পরামর্শ দিয়েছেন যে, শাসক যখন নতুন কোন ভূখণ্ডকে নিজের দখলে করবেন তখন শাসককে বিচক্ষনতার সাথে শাসন কার্য সম্পাদন করতে হবে । কারণ নতুন ভূখণ্ডের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। এজন্য শাসক নতুন ভূখণ্ডে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন এবং প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তিনি খবরা খবর সংগ্রহ করবেন। অর্থাৎ বিষয়টি রাজ শাসকের দৃষ্টি গোচরে থাকবে। ম্যাকিয়াভেলি অধিকৃত রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র গুলির ক্ষেত্রে শাসককে বিশেষ ভূমিকা নিতে বলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শাসকের "দৌ-দণ্ড প্রতাপ" ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। কম বলশালী রাষ্ট্র যেন শাসকের কাছে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতেও কিন্তু ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্র ক্ষমতা তত্ত্বের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিংশ শতকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন 5 "Power is the key concept in the study of politics" বর্তমানে সার্বভৌম রাষ্ট্র গুলি নিরন্তর ক্ষমতা প্রদর্শনে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। তার রাষ্ট্রক্ষমতার তত্ত্বটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গুলির ক্ষেত্রে খুবই অর্থবহ হয়ে উঠেছে উদাহরণ হিসাবে এশিয়ার ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার কিম জং উনের কথা বলা যায়। এছাড়া চীনসহ ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রযোজ্য। ম্যাকিয়াভেলি রাজ শাসকের দুটি দিকের উল্লেখ করেছে একটি ভাগ্য বল এবং অন্যটি নিজ গুণাবলী বা যোগ্যতা। ম্যাকিয়াভেলীর মতে, রাজ শাসক নিজ ভাগ্য বলে সাধারণ অবস্থা থেকে শাসক হতে পারেন, আবার নিজের গুণাবলীর বা যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে তিনি শাসক হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে রাজার প্রতি ম্যাকিয়াভেলী উপদেশ হল সেই শাসকই শক্তিশালী হবে যিনি নিজ গুণাবলী বা যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসক হবেন। এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলীর বিখ্যাত The Prince এর একটি উদ্ধৃতি হল ৬. " He who has relied least on fortune is established the strongest" অর্থাৎ ভাগ্যের উপর নয় রাজাকে নিজ গুণাবলীর উপর নির্ভর করতে হবে। এর ফলে তিনি আত্মনির্ভর হতে পারবেন। আর আত্মনির্ভর শাসক সবসময় সফলতার দিকে অগ্রসর হন ।আত্মনির্ভর শাসক সব সময় শক্তিশালী হন। কারণ, তিনি

নিজ গুণাবলী ও যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাইরের সুযোগ-সুবিধা গুলিকে কাজে লাগাতে পারেন শাসক বলশালী ও শক্তিশালী হলে বাইরের আক্রমনকে সহজেই প্রতিহত করতে পারেন কিংবা শাসক নিজেও ভূখণ্ডে বল প্রয়োগ করতে পারেন। শাসক সবসময় হবেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তার ভূখণ্ডে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাখবেন না । এক্ষেত্রে রাজ শাসককে একনায়কতান্ত্রিকের শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে । এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলী The Prince গ্রন্থের একটি উক্তি খুবই প্রযোজ্য উক্তিটি হল ৭. ".....All armed prophets have conquered and the unarmed ones have been destroyed"। ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্র ক্ষমতার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রাজ শাসকের অপ্রতিহত শক্তিশালী ক্ষমতার বিষয়টিকে বারে বারে  উপস্থাপিত করেছেন । রাজ শাসককে রাজ্য শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সশস্ত্র উপায় পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। শাসককে নৈতিকতা, মানবিকতা ভুলে প্রজাদের একযোগে আঘাত করতে হবে। শুধু তাই নয় আঘাত করার পর তাদের উন্নতির জন্য রাজা সচেষ্ট হবেন। এ ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলী একটি উদ্ধৃতি পেশ গ্রহণযোগ্য। উদ্ধৃতিটি হলো ৮. " For injuries ought to be done all at one time, So that being tasted less, they offend less, benefits ought to be given little by little, so that the flavour of them may last longer." অর্থাৎ হঠাৎ করে ক্ষতিসাধন করে শাসক ধীরে ধীরে তাদের উন্নয়ন করবেন। কারণ ধীরে বা ছোট ছোট করে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখলে জনগণের কাছে তা গ্রহণীয় হয়। এক্ষেত্রে রাজ শাসককে ম্যাকিয়াভেলি ছল বা চাতুরির আশ্রয় অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে করে শাসকের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যেন কোনোভাবেই জনগণ ধরতে না পারে ।শাসককে ভান করে চলতে হবে এর মধ্য দিয়ে শাসককে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শত্রুদের সামনে নিজেকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে করে শত্রুরা তার চাতুরী কে যেন কোনোভাবেই ধরতে না পারে। চাতুরী বা ভনিতার মধ্য দিয়ে শাসক সৈন্যবাহিনীর আস্থা বা আনুগত্য অর্জন করবেন। রাজ শাসককে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে, আশ্রয় নিতে হবে এবং ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলি সিজের বর্জিয়া ও


© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

দ্বিতীয় জুলিয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন। ৯. "বর্জিয়াকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করা সত্বেও পোপ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার স্বার্থে জুলিয়াস সুচতুর ছদ্ম আচরণে বর্জিয়াকে বিভ্রান্ত করে তার সমর্থন নিশ্চিত করেন, এবং হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর স্বমূর্তি ধারণ করে তার পতন ঘটান।" এক্ষেত্রে জুলিয়াস যে চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন তা কিন্তু বর্তমান সময়েও সর্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকিয়াভেলি রাজ শাসককে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করার জন্য রাষ্ট্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। একটি দৌ-দণ্ড প্রতাপ সম্রাটের বা রাজ শাসককের প্রধান কাজ হবে তার রাজ্যকে বা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও উন্নত করা। আর তার জন্য প্রয়োজনে ভালো আইন ব্যবস্থা ও সামরিক শক্তির, এই দুটি বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের প্রগতি ও অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে। এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলী বক্তব্য যা তিনি The Prince গ্রন্থে দিয়েছেন ১০. "as there can not be good laws where the state is not well armed, it follows that where they are well armed they have good laws" অর্থাৎ ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্রক্ষমতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালী সুসজ্জিত সামরিক শক্তি এবং ভালো আইন ব্যবস্থার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। ম্যাকিয়াভেলী বক্তব্য অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের ভালো আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন সুসজ্জিত ও শক্তিশালী সামরিক শক্তির। সামরিক শক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও সামরিক শক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান থাকে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সুরক্ষিত, শৃঙ্খলিত হলে সেই রাষ্ট্রের মধ্যে ভালো উৎকৃষ্টমানের আইন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তিনি তাঁর The Prince গ্রন্থে সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন। কোনো রকম ভাবে ভাড়াটে সেনা বা অনিয়মিত সেনাবাহিনীর কথা ম্যাকিয়াভেলি তার রাষ্ট্রক্ষমতার তত্ত্বে তুলে ধরেননি। ম্যাকিয়াভেলি সেনাবাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ শাসককে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, প্রজা বিশ্বস্ত নাগরিক এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে থেকে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করতে হবে। শুধু তাই নয় শাসক কে যুদ্ধবিদ্যায় স্বাবলম্বী ও পারদর্শী হতে হবে। যুদ্ধের চিন্তায় সর্বদা রাজ শাসককে মগ্ন থাকতে হবে। যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা থাকলে সৈন্যবাহিনী শাসক কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে। না হলে তিনি উপেক্ষার পাত্র হবেন। রাজ্যবাসীকে শৃঙ্খলা-পরায়ন করে তুলতে হবে। ম্যাকিয়াভেলী একটি উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক ১১. " a prince ought to have no other aim or thought, nor select anything else for his study, than war and its rules and discipline." ম্যাকিয়াভেলীর মতে, রাজ শাসকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা, তাই রাজাকে নৈতিকতা, মানবিকতার বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে হবে। ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রনীতিতে কোন রকম ভাবে ধর্ম বা নৈতিকতার বিষয়টিকে রাখতে চাননি। কারণ তিনি মনে করতেন তাঁর সময়ের ফ্লোরেন্সের তথা সমগ্র ইতালির দুরাবস্থার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন বা নৈতিকতার বিষয়টিকে দায়ী করেছেন। তিনি মূলত ক্যাথলিক চার্চের বিষয়টিকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে বা প্রভাব মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন ১২. " The reason why Italy ..... does not have one republic or one prince to Govern her is the Church alone." মানবিকতা ও নৈতিকতা ভুলে প্রজাদের কাছ থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করা শাসকের কাছে গ্রহণীয়, তা কোন দোষের নয়। এক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্র ক্ষমতার তত্ত্বে একটি উদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক। ১৩. " পথ যাই হোক না কেন উদ্দেশ্য বড়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিমিত্ত যে কোন পথ অবলম্বন করা যেতে পারে।" শাসকের আধিপত্য ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জন্য যেকোনো অসৎ বা পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে। রাজ শাসককে রাজ্য পরিচালনার জন্য "সদাব্রত" বিষয়টিকে পরিত্যাগ করতে হবে। সদাব্রত বিষয়টি একটি আদর্শ বা মহৎ গুণ হলেও রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ সদাব্রত বিষয়টির সাথে শাসকের কোষাগারের বিষয়টি সংযুক্ত। প্রশাসকের কাজ হবে প্রজাদের থেকে বেশি কর না নিয়ে তাদের স্বার্থে বড় বড় কাজ করা। এক্ষেত্রে রাজ শাসকের প্রতি প্রজাদের আনুগত্য স্বাভাবিকভাবে বাড়বে। ম্যাকিয়াভেলি ঐতিহাসিক বা ইতিহাস পাঠের কথা বলেছিলেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন নৈতিকতা মানবিকতা থেকে যেসব শাসকরা সরে গিয়ে নীচতার পথ অবলম্বন করেছিলেন তারাই সফল হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন ১৪. "রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি যে পদ্ধতিতে অর্জিত হবে, সেটাই হবে রাষ্ট্রের মূল্যব্যবস্থা"

প্রজাদের প্রতি ম্যাকিয়াভেলি শাসককে দয়ালু মনোভাব পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। রাজা যদি সবসময় দয়া ধর্ম পালন করেন তাহলে প্রজারা রাজাকে ভয় পাবেনা। ফলস্বরুপ সমগ্র রাজ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। যা শাসকের ক্ষেত্রে খুবই উদ্বেগের হবে। সমগ্র রাজ্যে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হবে। যা কোনভাবেই ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই জন্য শাসককে নিষ্ঠুর হতে হবে, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে হবে, প্রজারা রাজাকে অমান্য করলেও তাদের সন্ত্রস্ত বা চুপ করে থাকাটা রাজার পক্ষে মঙ্গলদায়ক। কারণ বেশিরভাগ প্রজারা বা জনগণ কাপুরুষ, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাচারী। তাই এই সমস্ত জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাজ শাসক কে নিষ্ঠুর হতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলি শাসক কে উপদেশ দিয়েছেন তার The Prince গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যে, কোন অবস্থাতে রাজ যেন প্রজা বা জনগণের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করে এই প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলী বিখ্যাত উক্তি ১৫ "মানুষ পিতার মৃত্যু শোক ভুলে যায় কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি হারানোর দুঃখ ভুলতে পারেনা"। কারন প্রজাদের যদি সম্পত্তিতে শাসক নিরন্তর হস্তক্ষেপ করেন তাহলে প্রজারা তাকে অবজ্ঞা, ঘৃণা করতে শুরু করবে যা শাসকের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ভালো দিক নয়। ম্যাকিয়াভেলি রাজ শাসককে বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হতে বলেছেন। রাজ শাসক নিজেকে চতুরতা ও দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করবেন। ম্যাকিয়াভেলী শাসক কে সিংহের মত ক্ষমতাবান এবং শৃগালের নেয় চতুরতার বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন ১৬. "The prince must be a fox..... to recognize the traps and a lion to frighten the wolves." অর্থাৎ রাজ শাসককে সিংহ ও শৃগালের মত ক্ষমতাবান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। রাজ শাসক যে সকল প্রজাদের শাসন করবেন তারা কিন্তু সদগুণ বিশিষ্ট নয়। তাদের মধ্যে মন্দ গুন যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকে। যে সিংহের কাছে নেকড়ে অসহায় কিন্তু জাল থেকে সিংহ নিজেকে মুক্ত করতে পারে না আবার শিয়াল নেকড়ের সাথে ক্ষমতায় পারেনা। কিন্তু নিজেকে জাল থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই ম্যাকিয়াভেলী মতে রাজাকে ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেন কোন পদ্ধতিগত ফাঁক না থাকে। অর্থাৎ ম্যাকিয়াভেলি শক্তি ও প্রতারণার সাহায্যে নিতে বলেছেন রাজ শাসক কে। এই প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলী ক্ষমতা তত্ত্বের একটি উদাহরণ বেশ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। ১৭ "তার প্রিয় রোম সম্রাট সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস এর উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, তার মধ্যে অতি হিংস্র সিংহ ও অতি ধূর্ত শৃগালের গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল বলেই সবাই তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতো।"

রাজার রাজ্যশাসনের কৌশল ও পদ্ধতি এমন হবে যা প্রজারা কোন মতেই না আয়ত্ত করতে পারে। কারণ প্রজারা রাজার বাহ্যিক দিক দেখেই বিচার করে থাকে। তাই রাজাকে ভান বা চতুরতার সাথে রাজ্য শাসন করতে হবে এ প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন – ১৮. " Everyone sees what you appear to be, few really know what you are." অর্থাৎ রাজা পশুর মত বল প্রয়োগ করলেও তাঁকে দেখাতে হবে তিনি দয়াশীল, বিশ্বস্ত। এছাড়া রাজার মধ্যে চারিত্রিক গুণ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রজাদের তিনি নিরাপত্তার বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রজারা যাতে আনন্দে থাকতে পারেন তার জন্য মাঝে-মাঝে উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা করবেন। যোগ্য নাগরিকের যোগ্যতাকে তিনি সম্মান করবেন। তার রাষ্ট্রক্ষমতা তত্ত্বে দেখিয়েছেন রাজ শাসক রাজ্য শাসনের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে রাজ শাসক যে কোনো মূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্মচারীদের পরামর্শ নিতে পারেন। কিন্তু রাজ শাসক কোনো অবস্থাতেই কর্মচারীদের পরামর্শ কে বাস্তবায়িত করবেন না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন। ম্যাকিয়াভেলী মতে একজন শাসকের মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটলে রাজ শাসক ক্ষমতাবান শাসকে পরিণত হবে। যা নিজের রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য আবশ্যক বিষয়। ম্যাকিয়াভেলীর যে রাষ্ট্রক্ষমতার তত্ত্ব তা তিনি ফ্লোরেন্সের নগররাষ্ট্র কে কেন্দ্র করে বর্ণনা করেছিলেন The Prince গ্রন্থে। কিন্তু তার বাস্তব ভাবনাচিন্তার জন্য বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রক্ষমতার তত্ত্বটি। তাই তার ক্ষমতার তত্ত্বকে স্বৈরতান্ত্রিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা বলে ছোট করা বর্তমান পেক্ষাপটে সঠিক কাজ হবে না।


© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

**REFERENCES**

১. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ: নং: - ১৩৫
২. তদেব পৃ: নং: - ১৩৩
৩. তদেব পৃ: নং: - ১৩৪
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, সুহৃদ পাবলিকেশন, কোলকাতা- ৭৩, পৃ: নং: - ১২৬
৫. তদেব পৃ: নং: - ১২৭
৬. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ: নং: - ১৩৬
৭. তদেব পৃ: নং: - ১৩৬
৮. তদেব পৃ: নং: - ১৩৬
৯. দত্ত গুপ্ত, শোভনলাল (সম্পাদক), পাশ্চাত্য রাষ্ট্রভাবনা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃষ্ঠা নং- ১১০
১০. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ: নং: - ১৩৭
১১. তদেব পৃ: নং: - ১৩৭
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, সুহৃদ পাবলিকেশন, কোলকাতা- ৭৩, পৃ: নং: - ১৩৬
১৩. দাস, পি.জি, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রো:) লিমিটেড, পৃ: নং: - ৯৮
১৪. তদেব পৃ: নং: - ৯৯
১৫. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ: নং: - ১৩৯
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, সুহৃদ পাবলিকেশন, কোলকাতা- ৭৩, পৃ: নং: - ১৩৩
১৭. দত্ত গুপ্ত, শোভনলাল (সম্পাদক), পাশ্চাত্য রাষ্ট্রভাবনা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃষ্ঠা নং- ১০৯
১৮. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ: নং: - ১৪০

**Creative Commons (CC) License**

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/